# একটি হত্যা-প্রচেষ্টা কিংবা অমীমাংসিত ক্লু

অপরেশ মণ্ডল

খুলনা হাসপাতালের এমারর্জেন্সী গেটের সামনের চত্বর। একটা ইঞ্জিন ভ্যানের ওপর শোওয়ানো দিলীপ প্রধানকে। সারাশরীর রক্তাক্ত। ঠোঁটের কোনায় শুকিয়ে গেছে রক্তের স্রোত। জামা-প্যান্টে ধুলো-রক্ত মাখামাখি। ঠিক লাইটপোস্টের নিচে। চিৎ-শোওয়া শরীরটায় যেন মত্ত হাতিতে তাণ্ডব চালিয়ে ফিরে গেছে। মাথার পিছন থেকে রক্তের টোপ ক্রমে আরো অনেক টোপ-সঙ্গী নিয়ে ভ্যানের পাটাতন বেয়ে নিম্নমুখী। ড্রেনের কোল ঘেঁষে ঢালাই রোডের ওপর কয়েকটা কুকুরও এতরাতে লোকের জটলা দেখে বিব্রতই বোধ করছে মনে হল। হাসপাতাল হল— এই এক রকম জায়গা যেখানে লোক আসে অসুস্থ হয়ে, ফেরে হাসতে হাসতে। কেউবা নিথর হয়ে চারপায়ায় চড়ে দিব্যি শ্মশানগামী। এ তল্লাটের কুকুরদের হাবভাব ঠিক যেন পাত্তা না দেওয়া ডেঁপো ছোকরাদের মত। যারা আড়চোখে সবকিছু দেখে, কেবল কারো সামনে আসতে যত দ্বিধা। এত রাতের উটকো ঝামেলায় বরাদ্দ ঘুম বরবাদ। তাই ওরা এখন ড্রেনের পাশ থেকে রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে হাসপাতালেব পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে। ওখানে আলো কম!

খবর ছড়িয়ে পড়েছে মরা মানুষের দুর্গন্ধের মত। বাতাসের কানে কানে। কিংবা আগের দিনের জোতদার আর চাষাদের মধ্যে বিবাদ বাধার আকস্মিকতার ধমকে। বেশ থরথরে ভয়ের ব্যাপার। অনবরত বিঁ-বিঁ করা মাছির ডানার মত বিরক্তি কর আতঙ্ক চারপাশে। এরিমধ্যে দিলীপ প্রধানের পাড়ার ছেলেরা এবং দ্রুত জরুরী অবস্থা ঘোষনার মত তৎপরতায় খবর পৌঁছোনো পার্টির লোকজনও বেশ তেরিয়ান হয়ে এসে পৌঁছেছে হাসপাতালে। ওরা আসতেই সংখ্যালঘু ভিড়ে সংখ্যাগুরুর আধিপত্য! যাহয়, গুনগুন গুঞ্জরন। কথায় কথায় কিছুটা বায়ু নিক্ষিপ্ত মুষ্ঠি আস্ফালন। একজন ভিড়ের ভেতর থেকে বাকি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল— কারা মারল দিলীপদাকে? ঐ শালা ঘাসফুলের গুন্ডাগুলো নয়তো? কে একজন বলল, — তা যদি জানতেই পারতাম, নতুন রাস্তার খোয়া-রাবিশের তলায় পুঁতে দিয়ে আসতাম। প্রথমজন আবার জিজ্ঞেস করে— দিলীপদা, এতক্ষণ বাইরে পড়ে আছে কেন? ডাক্তার কোথায়? একজন মুমূর্ষু মানুষকে এভাবে কুকুর-বিড়ালের মত, বলেই সে নিজেই গটগট করে হাসপাতালের ভেতর ঢুকে গেল। নার্সদের চেম্বারের জানালায় দাঁড়িয়ে খানিক গলার স্বর খরচ করে বাইরে আসে। দ্বিতীয়জন উৎসুক— কিছু বলল? প্রথমজনের গলায় স্তিমিত আস্ফালন— থানা থেকে না এলে ওরা গায়ে হাত দেবে না। দ্বিতীয়জন এবার পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন করে। জনৈক্য কন্ট্রাকটরকে সে বলে— হ্যলো দাদা, আমি দিনেশ বলছি। আপনারা কতদূর? শিগগির আসুন। ডাক্তার তো এসব কেসে সহজে রুগির গায়ে হাত দিচ্ছে না। বলছে রাজনৈতিক পাটাপাটির কেস। একটা

লোমও... যা! কেটে গেল। তবে যা বলল, ওরা সন্দেশখালির খেয়াঘাটে। এতরাতে খেয়া ভটভটির মাঝিকে বলে কয়ে নিয়ে আসছে। সব শালা সন্ধে হলেই তো মাল টেনে মগের মুল্লুকে। এদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

আধঘন্টার মধ্যে থানা থেকে একজন পুলিশ এল। পিছনে কনট্রাক্টর ও অন্যান সঙ্গীরা। থানায় এফ.আই.আর করা হয়েছে। যেহেতু রাতের আঁধারে অতীব কুশলতায় দিলীপ প্রধানকে মার্ডারের ছক কষেছিল দুস্কৃতিরা, তাই প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় কাউকে সরাসরি অভিযুক্ত করা যায়নি।

ডাক্তার বিলম্ব না করে দিলীপ প্রধানকে ভর্তি করে নিলেন। এসব কেসে প্রচুর ব্লিডিং জনিত কারণে রুগি অসাড় হয়ে থাকে। প্রয়োজন রক্ত আর জরুরি ওষুধ। সাধারণত গ্রামীন হাসপাতালে রক্তে সংস্থান তেমন থাকে না, তাই বাধ্য হয়েই প্রধানের অনুগতরা স্ব স্ব শরীর থেকে রক্তের যোগান দিয়েছে। তাও তো রুগির শরীরে দিতে যথেষ্ঠ সময়ও লাগবে। ইতিমধ্যে স্যালাইন ও ইনজেকশন দেওয়া শুরু হয়েছে।

দুই

দিলিপ প্রধানের বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ঘটলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হ'ত সন্দেহ নেই। এলাকায় অলিখিত কার্ফু জারি হয়ে যেত। তাছাড়া দিলীপের যা খ্যাপা ষাঁড়ের মত দলবল। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতেও কসুর করত না। এখান থেকে চল্লিশ বছর আগেও গ্রামের জোতদার আশ্রিত লেঠেলরা অন্যায়ভাবে প্রজার ঘরদোর গোপনে আগুন লাগিযে দিত। পুলিশ প্রশাসন ওদের পোষ্য ছিল বলে রক্ষে পেয়ে যেত। যাহোক প্রথমে দিলীপ প্রধানের মারাত্মক জখম দেখে ডিউটিরত ডাক্তারই বলেছিলেন— এব্বাবা, হাড়গোড় তো দুমড়ে দিয়েছে দেখছি। কারা মারল? রাস্তার এক শ্রমিক বলেছিল— আপনি দ্যাখেনদিনি ভালো কুরে। বাঁচপে তো? কারা মারেছে, কেউ জানে না। দেখেনি কেউ। বাছাড়পাড়া আর দক্ষিণ হাটগাছার মাঝের ফাঁকা কোবলায় এক পুকুর পাড়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে ছেল। আমাগো তাঁবুর তে আধমাইলটাক দূরে। আমরা রান্নার জল আনতে পুকুরির কাছে গে দেকি গোঁ গোঁ কুরতেছে। আমাগো কন্‌টাক্টররে খবর দেওয়া হুলো। সে লোক তো চক্ষু মোটা কুরে বুলল— আরে এ যে দিলীপবাবু। চলো, চলো হাসপাতালে নিয়ে যাই! ডাক্তার খানিক ভেবে আবার বলেছিলেন— উনি কোন পার্টির লোক? কেউ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দিলীপবাবুকে খতম করে দিতে চায়নি তো?

— তা হতিও পারে, আবার অন্য কারণেও তো এরাম আকছার ঘটে! তবে আমাগো কন্‌টাকটারের সুঙ্গে খুব মিশত। গল্প আড্ডা মারত। শুনিচি উনি সিপিএম পার্টির বড় নেতা। হাসনাবাদ থিকে শীতলিয়া পেযন্ত যে রাস্তা হচ্ছে— মাঝে দফায় দফায় অনেক ভাগে কন্‌টাক্‌টারের কাজ কুরতেছে। বিভিন্ন পার্টির লোকেরা তো ঘুরঘুর করে ওনার পেছনে। বোঝেনই তো ফোকটে কেরা না ঘি খাতি চায়?

— বড্ড গোলমেলে কেস। থানা থেকে কেউ না এলে এনার চিকিৎসা শুরু করা যাবে না।
— তাই বলে মানুষটা— জলজ্যান্ত মরদটা, মরে যাবে? উদ্বিগ্ন প্রশ্ন রেখেছিল শ্রমিক।
ঠিক আছে প্রাথমিক কিছু ব্যান্ডেজ ও ব্যথা কমানো ইনজেকশান দিয়ে দিচ্ছি। এইটুকু করেই ডাক্তার ভ্যানের ওপর দিলীপ প্রধানকে রেখে ভেতরে চলে যায়। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে— ইনি ডাক্তার, নাকি কষাই? উত্তেজিত জনতা হাসপাতাল ভাঙচুর করার মওকা পেয়ে কেন যে চুপ করে গেল সেটাই রহস্য। আবার ম্যুমূর্ষকে ভর্তি না নিয়ে ডাক্তারই বা কেন রুগি বাইরে ফেলে রাখল কে জানে!

আজকের সান্ধ্য-বাতাসে চাপা আতঙ্ক। নির্মিয়মান শীতলিয়া-মানিকমোড় রোড পি-ডব্লু-ডি'র অধীনে বেশ সুজজ্জিত হয়ে উঠেছে। কিছুটায় পিচ পড়েছে, বাকিটায় ইঁট কুচোনো ও কালো গ্রানাইট পাথর বিছানো। এ পথে মানুষের তেমন চলাচল নেই। রাস্তার লাইটপোস্টে কোথাও বাল্ব ঝুলছে, কোথাও বা নিকষ কালো অন্ধকার! এ পথে গোপনে দুষ্কৃতিরা বাংলাদেশে গরু পাচার করে। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র যে আঁধারে পাচার হচ্ছে না, তাই বা কে বলতে পারে। শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলিম জেহাদী জামাত-ই-ইসলামি ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ওপার থেকে তাড়া খেয়ে আত্মগোপন করেছে এপারে। বর্ধমানের বিস্ফোরণ অনেক না জানা প্রশ্নের অমীমাংসিত উত্তরপত্র ফাঁস করে দিল। ফলে যা দাঁড়াচ্ছে বিরোধী কোনো পার্টি এ রকম কোনো নিষিদ্ধ জংগী সংগঠনের সাথে গোপন আঁতাত গড়ে সুন্দরবনকেও টার্গেট করছে না তো? দিলীপ প্রধানকে বেধড়ক মারের ঘটনায় সিপিএমের নেতারা যতই তৃণমূলকে কাঠগোড়ায় তোলার চেষ্টা করুক না কেন, প্রমান করতে পারেনি এখনও। এমনকি কোনো ক্লু'ও পুলিশ বের করতে পারল না। তবে কি পশ্চিমবঙ্গের শাশ্বত গ্রামবাংলায় চাপা ক্রোধ, বারুদের মৌলবাদী-গন্ধ তার উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছে? আপাতত হাইস্কুলের উল্টোপাশের পঞ্চায়েত নির্মিত যাত্রী নিবাসের ছাদের নীচে গোটাকয় মানুষ এই সব নানান সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মশগুল! কদমতলা হাট থেকে দু'এক জনের গ্রুপ চাপা গুঞ্জন করতে করতে হাট করে ঘরে ফিরছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রস্তা ধরে সোজা দক্ষিণ হাটগাছা মুখো কিছুদূর গেলেই মুসলিম পাড়া। সে পাড়ায় তো ালোর উজ্জ্বল বিভা। অবশ্য এই বাড়ি ঘরের পুরুষরা সন্ধেয় ঘরে ঢুকে যায়। সাতটায় স্থানীয় মসজিদে ওরা নামাজ পড়ে। অবশ্য শীতলিয়া গ্রামে কোথাও কোনোকালে মসজিদ ছিল না। বাংলাদেশ থেকে গোটা দশ ঘর মুসলমান বিচ্ছিন্নভাবে খালের পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে জমি কিনে নতুন বসত গড়েছে। বড় ভিটেবাড়ি। প্রচুর গাছপালা! যেহেতু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওরা ক্রমে সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে এখন বেশ জমাটি পাড়া গড়ে তুলেছে। হিন্দুরা যদি ধর্মেকর্মে পরকালের রাস্তা তৈরি করতে নানান পুজো-পার্বন আরাধনায় মেতে ওঠে। তাহলে এরাই বা বেহেস্তে যাওয়ার জন্য কোনো মসজিদ বনাতে পারবে না কেন? অকাট্য যুক্তি। অতএব হিন্দু ও মুসলমান পাড়ার সংযোগস্থলে গড়ে উঠল সুদৃশ্য পাকা মসজিদ! দুই জাতের ধর্মাচরণে কেউ কোনো বাধার সৃষ্টি করে না?

অনেকদিন বাদে গুমরানো আতঙ্কের অশরীরী ভয়ে যেন স্বাভাবিক জনজীবনের ছন্দে ছেদ পড়েছে। দিলীপ প্রধানকে কারা মারল, কেন মারল এই গুপ্ত আলোচনা দাশপাড়ার ভ্যানঘাঁটিতেও। জীতেন দাশের মুদি-দোকানেও গুটিকায় মানুষ এই ভাবনা ও প্রশ্ন চর্বনে মত্ত! এলাকায় পুলিশ থাকলেও কারফিউ নেই! তবে বিকেলের দিকে জনাকয় পুলিশ-কনস্টেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সকলকে অ্যালার্ট করে দিয়ে গেছে। — আমাদের দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি গাড়ছে। কোনো অচেনা ব্যক্তিকে এলাকার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে পুলিশকে খবর দেবেন। রাতেও খেয়াল রাখবেন। গভীর রাতে ওরা আপনাদের রান্নাঘর, গোয়ালেও আশ্রয় নিতে পারে। বিগত দু'বছর ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় প্রশাসন খুলনা অঞ্চলকে বর্ডার এলাকা ঘোষনা করেছে। মাঝে মাঝে মিলিটারি-বিএসএফ জ্যয়ানরা ভট্‌ভট্‌ বুলেটের ধোঁওয়া উড়িয়ে পাড়া টহল দেয়। অধিক রাতে কাউকে পথে দেখলে ধরে নিয়ে যায় সাহেবখালির ক্যাম্পে। ওপারে বাংলাদেশের নিম্নগাঙ্গেয় খুলনা জেলা। মাঝখানে নীরব বইতা কালিন্দি!

তিন

দিনকয়েক বাদে মাঠে নামল পুলিশ। খুলনা হাসপাতালের বেডে শুয়ে নিজের ব্যান্ডেজ ঢাকা হাত-পা দেখছিল দিলীপ। অসহায় ক্রোধ চোখে মুখে। শরীরে অসহ্য ব্যথা। পুলিশ জিগ্যেস করল— আচ্ছা, দিলীপ বাবু, আপনি ঠিক কখন আক্রান্ত হলেন? কাউকে সন্দেহ...

দিলীপ : বাছাড় পাড়ার দিকে রাস্তার কাজ কদ্দুর এগোল, দেখার জন্য বাড়ি থেকে বাইকটা নিয়ে বেরোলাম। তখন চারদিকে রীতিমত আঁধার— বেশ ঘন। হেড লাইটের আলোয় রাস্তার সব কিছুই পষ্ট। হঠাৎ দেখি একদল লোক, ফাঁকা জায়গাটায় এসে বাইক আটকাল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে কলার ধরে নিচে নামাল। কাউকে চিনতে পারিনি।

পুলিশ আবার গলা ঝেড়ে জিজ্ঞেস করে— কাউকে সন্দেহ করেন? প্লাস্টার-ব্যান্ডেজে বন্দী নিথর দেহটা খানিক ঝাঁকুনি দিয়ে দিলীপ প্রধান বলল— গত সপ্তাহে অনেকের সাথেই টুকটাক ঝামেলা হয়েছে। রাস্তার স্টোন নিয়ে বিরোধী পার্টির নেতার সাথে কথাকাটাকাটি। কন্ট্রাকটরের সাথেও যে হয়নি তা নয়। ঠিক বুঝতে পারছিনা...

দিলীপের কাছ থেকে কোনো ক্লু পাওয়া গেল না। অবশ্য দিলীপ অনুগামিরা ছাড়বে না— শেষ দেখে ছাড়বে বলে হুমকি দিচ্ছে। ফলে পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ ঢুকে পড়ল। বিরোধী তৃণমূলের স্থানীয় নেতাকে একদিন পাকরাও করল পুলিশ। তারপর যাদের যাদের সাথে দিলীপের সামান্যতম ঝামেলা হয়েছে, তাদেরকেও জেরা করল— কিন্তু কেউই তো ঠিকঠাক জবাব দিতে পারছে না। পুলিশ পড়ল মহা ফাঁপরে! ঘটনার দিনটা আন্দাজ করে এবং আক্রান্ত স্থল পরিদর্শন করে পুলিশ একটা জবরদস্ত যুক্তি খাড়া করে দিলীপ অনুগামিদের বলল— দেখুন, বাছাড়পাড়া যোগানন্দ আশ্রমের আশপাশে তেমন কোনো জনবসতি নেই। খুব নির্জন। ফাঁকা। পথের দু'পাশে দেখলাম ঘন বাবলা ও ইউক্যালিপটাসের জংগল। আর আশ্রম তো মানবশূণ্য! এখানে কারাই বা দিলীপবাবুকে আক্রমণ করবে বলুন? এছাড়া

দিলীপবাবু যে ভর সন্ধেয় ওদিকে যাবেন, সে খবর তো কারুর জানার কথাও নয়। একজন লোক পুলিশের টেবিলের কানায় কনুই ঠেকিয়ে বলল— এমনও তো হতে পারে দিলীপকে বেরনোর সময় বিরোধী দলের কেউ দেখেছিল। মুহূর্তের মধ্যে ফোনাফুনি করে দল জুটিয়ে আক্রমণ করল।

—যা! তাই হয় নাকি। লোকটার গন্তব্য তো ঠিক জানে না ওরা! — যাই বলুন স্যার। বিরোধীরা ছাড়া এ কাজ কারুর নয়। যে করেই হোক আসল অপরাধীদের খুঁজে বের করতে হবে।

পুলিশকে অসহায় মনে হয়। তিনি গলা নরম করে বললেন— আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কোনো ক্লু পাচ্ছি না। আমার তো মনে হয়— কোনো আতঙ্কবাদীরা এলাকায় ঢুকে পড়েছে। আমরাও তদন্ত চালাচ্ছি। দেখবেন ঠিক বেরোবেই...

খুলনায় কারেন্ট এসেছে বেশ কয়েকবছর আগেই। আজ-গাঁয়ের তকমা মুছে জায়গাটার গায়ে শহুরে গপ্প। তে-রাস্তার মোড়ে ভোর থেকে মাঝরাত অবধি মানুষের কোলাহল। পিচরাস্তার ওপারে ঢোলখালির চক। অঞ্চল অফিস। এপারে মাঠ-খুলনা প্যারিচরণ লাহা বিদ্যালয়ের নিজস্ব। তারই কোনে গড়ে উঠেছে ইঞ্জিনভ্যান স্ট্যান্ড। ইউনিয়ন অফিস। খুলনা থেকে ভান্ডারখালি সড়কে নিত্যযাত্রীদের যাওয়া-আসার খেলা চলতেই থাকে। তৃণমূল পরিচালিত ইউনিয়ন। দিন পিছু কুড়ি টাকা। এককালিন অবশ্য প্রত্যেকের পাঁচহাজার টাকা করে ইউনিয়নে জমা দিয়ে লাইনে গাড়ি চালানোর পারমিট নিয়েছে। মানিকমোড় থেকে গতবছরে নতুন রুট চালু হয়েছে। শীতলিয়া হাটখোলা পর্যন্ত। রাস্তায় ছড়ানো-ছিটানো স্টোনচিপস্ ধুলো-বালির পর্দা ঝুলে থাকে— ইঞ্জিন ভ্যানের পশ্চাতে। সর্বত্র এখনও পিচও পড়েনি। দিলীপ প্রধান, এই নির্মিয়মান সড়কের তদারকি করত। যেহেতু সম্মানীয় বিরোধী নেতা!

সপ্তাহে দুদিন হাট বসে খুলনায়। একপাশে খেয়াঘাট, ভাঁসা নদীর কুললেহনী স্রোত। ওপারে সন্দেশ খালি থানা। আধ-মাইলের অদূরে গাঙের চরে— ভাঁসা বাদাবন। সবুজ ম্যানগ্রোভ বনানী। এপারে সারি সারি পাকা দোকান, বটতলার ছায়া, তেলেভাজার ঝুপড়ি, কেরোসিন রেশন শপ্। সামান্য দক্ষিনে খুলনাঅঞ্চল অফিস! নিত্যকাজের দরকারী এই ব্যস্ত হাটে জেরক্স, টেলিফোন বুথ, মোবাইল রিচার্জ কার্ডও সাথে। অসিত দত্ত স্মৃতি পাঠাগার ও প্যারিচরন লাহা বিদ্যালয়ের হোস্টেল সম্মুখে লম্বা পুকুর, দু'পাড়ে নারকোল, ইউক্যালিপটাস। জনৈক শ্রীমন্ত মৃধা'র দান করা জমিতে এইসব জনকল্যানকারী নিদর্শন। তার নামে একটি স্মৃতি ফলক ও বিদ্যমান। এথসব দৃশ্যমান উন্নয়ন বা একটি নগরায়নের চলমান ছবির পিছনে শ্রীমন্ত মৃধার দান করা জায়গায় সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র— খুলনা হাসপাতাল! জীবন-মৃত্যুর সার্টিফিকেট লেখা চলছে সেখানে।

খুলনা হাটখোলার আশেপাশে দু'একটা নার্সিহোম ও বিউটিপার্লার গড়ে উঠেছে। হাসপাতালের পিছন-দরজা ছুঁয়ে হনুমানের লেজের মত সরু একটা পথ খুলনা-ভান্ডারখালির মেন রুটে উঠে গেছে। এখানে ভ্যানস্ট্যান্ডে সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত চায়ের গ্লাসে চামচের ঠন্‌ঠন্। ইঞ্জিনভ্যানের ভট্‌ভট্, ভ্যানঅলার প্যাসেঞ্জার উৎকণ্ঠা! তার মাঝে ইউনিয়ন অফিসে রাজনৈতিক থেকে সমাজ ও মানুষের দৈনন্দিন কেচ্ছা নিয়ে হাসিঠাট্টা-হইহল্লা। সমাজ প্রগতির বলবিয়ারিংয়ে মরচে ধরে গেলেও এ গাড়ি থামে না।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে এক অসহায় বন্দি মনে হয় নিজেকে। সারা শরীরে ব্যথা। বেডের পাশে বিনিদ্র রাত কাটায় প্রধানের বউ। স্বামীর মুখের কাছে ওষুধ তুলে দেয়। হাত ধরে টয়লেটে নিয়ে যায়। দিলীপ তার স্ত্রীকে বলল— তোমাকে বড্ড কষ্ট দিলাম। বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোকে সময় মত খাওয়াচ্ছে কে? দিলীপের গলায় মায়া। ছোট্ট ওয়ার্ডরুমে টিউবের শাদা আলো। বেশি কথা বলা ডাক্তারি-নিষেধ। তার স্ত্রী রমা। পাশের কয়েকটা বেডে ঘুম-অচেতন রুগিদের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল— এত যদি ভাবতে, তাহলে ঘর সংসার ভাসিয়ে এরকম পার্টি তুমি করতে যেতে না। পার্টি তোমাকে কি দিয়েছে বলতে পারো? দেশোদ্ধার করার আগে নিজের সংসারকে আগে দেখা উচিত। দিলীপ কাতর স্বরে বলল— পার্টি মানে দেশোদ্ধার নয়, আজ বুঝি। বড় স্বার্থ পূরণের জন্য সবাই পার্টির আড়াল চায়। আমিও নিয়েছি। নইলে, আজ এতবড় বিপদ, এত মাশুল আমাকে দিতে হ'ত না। রমার গলায় কান্না আটকে যায়— পাড়ার লোক এমনকি দূরের পাড়ার লোকেরা তোমাকে গুন্ডা বলত। পার্টির নামে তুমি নানান অপরাধ করে বেড়াতে। আমার কানে আসতো। আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতাম। স্বামীর নিন্দে শুনতে কোন স্ত্রীরই বা ভালো লাগে! এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে একটি সদ্যোজাতের কান্না রাতের অশরীরী নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে খান খান করে দিল। রমা স্বামীর বেডের এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। কতরাত দিলীপ ঘরে ফেরে না। কোথায় না কোথায় গোপন মিটিং। চোরাকারবারির দলে ভিড়ে যায়। কখনো বা কোনো গরীব অসহায় মানুষের ঘরে আগুন দিয়েছে। রমা স্বামীকে কখনো আপন করে কাছে পায়নি। এভাবে দুই বিপরীত মনের জীব একসাথে অনেকদিন ঘর করল। অথচ ঘরের দিকে দিলীপের কোনো মন ছিল না। কুড়িবিঘে জমির চাষবাসের টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে— রমা, তুমি যেভাবে পারো, লোকজন ধরে জমিগুলো চাষ করো। ছেলেমেয়েগুলো পিতৃস্নেহহীন হয়ে বেড়ে উঠেছে। ওরা মা-ছাড়া কাউকে চেনে না। এই যে এক সপ্তাহ সে স্বামীর সেবা করছে, বড় ছেলেটা মোটেই খুশি নয়। রমা তার মাকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে। ছেলেমেয়েগুলোকে সকাল-সন্ধে রান্না করে দেয়। বড়-ছেলেটা হাসপাতালে দুপুর আর রাতের খাবার দিয়ে যায়। বাবার সাথে কথাও তেমন বলে না।

বামফ্রন্টের এক সাধারণ সদস্য থেকে পার্টিলাইনের প্রথম সারির একজন চোস্ত নেতা হয়ে ওঠে দিলীপ। পার্টিফান্ডে গোরু-পাচার ও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসা করে কামানো

থোক থোক টাকা ছড়িয়ে ওপরঅলার নেতাদের মন ভিজিয়েছে সে। মানিকমোড় থেকে শীতলিয়া-গোলাবেড়ে পর্যন্ত রুটে কর্মরত কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে দফায় দফায় মোটা টাকা হাতিয়েছে। বাড়ি ভাড়া দিয়েছে আড়াই হাজার টাকায়। এই গন্ডগ্রামে ঘরভাড়ার এত বহর দেখে— পাড়াপড়শি ও বিরোধীরা কম নিন্দে করেনি তার। এলাকায় কান পাতলে অন্য গল্প শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে— টাকার হিস্যা নিয়ে দলীয় কোন্দলের জেরে দিলীপকে একটু কড়কে দিয়েছে দলীয় বিরোধীগোষ্ঠীরা। আবার কেউ কেউ বলাবলি করছে— বিরোধী পার্টির তৃণমূলপন্থীরা পুরোনো বিবাদের শোধ তুলছে। ওরা দিলীপকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। একটা মহীরুহ পাপকে খতম করে নতুন পথের সমীকরণকে সামনে আনতে চেয়েছিল। পুলিশ রিপোর্ট কিন্তু এইসব কানাকানির ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছে না। ওরা গন্ধ পাচ্ছে বহিরাগত কোনো শত্রুর। কোনো রাষ্টরে সন্ত্রাসীর উপস্থিতির খবরকে লোকসমক্ষে ছড়িয়ে দিয়ে পুলিশই কি তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে? সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের খুলনা অঞ্চলকে বেশ কয়েক বছর আগে থেকে বর্ডার এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে। রাতে মাঝে মাঝে বি এস এফের বুলেট টহল দিয়ে যায়। এখান থেকে বাংলাদেশ বর্ডার চার-পাঁচ মাইল। তাছাড়া গোলাবেড়ে দিয়ে হামেশাই গরু পাচারকারীরা ভটভটি বোঝাই করে হিঙ্গলগঞ্জ থানার সাহেবখালি — পুঁটেরচক, সাঁতরা— চাঁড়ালখালি পেরিয়ে ওপারে চালান করে দেয়। এই ফাঁকে যে ওপারের আনওয়ান্টেড এলিমেন্ট এপারে ঢুকছে না কে বলতে পারে? এমনিতেই পুলিশের ওপর যথেষ্ট চাপ। এ-তল্লাটে চোরাকারবার রমরমিয়ে চলছে। লোকাল নেতারা জড়িত থাকায় কারুরই নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে জনরোষ সামাল দেওয়ার এর চেয়ে বড় দাওয়াই আর হয় না। কিন্তু দিলীপ গোষ্ঠীরা এ তত্ত্ব মানতে নারাজ।

পুলিশের আশ্বাসে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে বিরোধীরা পাল্টা দিতে ছাড়বে না। বিলক্ষণ জানে পার্টির পোরখাওয়ারা। দিলীপের মত ডাকবুকো সংগঠককে মাজা ভেঙে দিয়ে ওরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এর প্রতিরোধ দরকার। ঘটনা যাইহোক, তারা যে চুপ করে বসে থাকার বান্দা নয়। এরথা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। নইলে জনগন ভুল বুঝবে। ভাববে সমাজে যা রটেছে তা সত্যি! পার্টি অফিসে সকলে সমবেত বসে সিদ্ধান্ত নিল— একটা জবরদস্ত মিছিল— প্রতিবাদ মিছিল বের করতেই হবে। বিরোধী শিবিরে পালটা জবাবটা দেওয়া চাই। কয়েকজন সন্দেশখালিতে ছুটল। — স্যার, আমরা একটা প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করতে চাই। কাল বিকেল থেকে ঘন্টাদুয়েকের প্রোগ্রাম। আদিবাসীপাড়া প্রাইমারি স্কুলের মাঠ থেকে মিছিল বেরিয়ে পাড়া পরিক্রমা শেষে হাটখোলায় শেষ হবে। ওখানে কদমতলার মাঠে পথসভা। — সে আপনারা যাই করুণ। কোনো অপ্রীতিকর, উস্কানিমূলক কথা প্রচার করা যাবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা পুলিশ মোতায়েন রাখব।

নেতারা হ্যাঁ-না দোলাচল শেষে সহমতে এল। পরের দিন দুপুর তিনটে থেকে পথে মিছিল নামলো। পায়ে পায়ে ধুলোওড়া জনতার মুখে পার্টির শ্লোগান। পাড়ায় শ্লোগান, মাঠে

শ্লোগান। সর্বত্র শ্লোগানে মুখরিত।

বহুদিন বাদে সারিবদ্ধ মিছিল দেখে পাড়ার লোক, নারী-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে পথপ্রান্তে এসে অপার কৌতূহল ভরে মানুষের কান্ডকারখানা দেখতে থাকে। এই জনতার একাংশ মিছিলে যায়নি। তারা পাড়ার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে বৈকালিক মিছিল-উন্মত্ত ধুলোমাখা পায়ের ক্লান্তি আক্রান্ত মানুষদের দেখে বলাবলি করে— দিলীপ প্রধানকে যে-ই মারার চেষ্টা করুক— বুকের পাটায় জোর নিয়ে কাজটা করেছে। দিলীপ লোকটা অল্প ক'দিনেই এ তল্লাটের হুজুর হয়ে উঠেছিল। এত বাড় ভাল নয়। কল্‌জের জোর নিয়ে যারা ওকে মারার চেষ্টা করেছিল— একটা বিষধর সাপকে ওরা মেরে শেষ করে দিতে পারল না কেন? সবার গলায় আফসোস। এরই মধ্যে কদমতলা হাট থেকে ভেসে আসছে পার্টি নেতাদের বাণী— বন্ধুগন, যে সমস্ত সন্ত্রাসের কারবারীরা গোটা দেশকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে চলেছে, তাদের থেকে সাবধান হোন। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজের শত্রুদের চিহ্নিত করে চরম শাস্তি দিন।

এ পাড়ার লোকেরা এখন এই কথা শুনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।